ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১৪/০৫/২০১৮ ।।

সোনামুড়ায় ২৬ মে নজরুল জয়ন্তী

সোনামুড়া, ১৪ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এবং নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটির যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৬ মে সোনামুড়ায় ১১৯ তম নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য আজ সোনামুড়া তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ধ্রুবলাল চৌধুরী। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পী এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় ২৬ মে সকালে সোনামুড়া নজরুল চৌমুহনীতে নজরুল মূর্ত্তির পাদদেশে আয়োজিত হবে প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কবির মর্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান ও প্রভাতী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এদিন ভোরে নজরুলের গানে, কবিতায় প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে শিল্পীরা সোনামুড়া নগরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবেন। এছাড়া, এদিন সন্ধ্যায় সোনামুড়া টাউন হলে নির্বাচিত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য এদিনের সভায় একটি পরিচালন কমিটি ও কয়েকটি উপকমিটি গঠন করা হয়।

স্বচ্ছ ভারত মিশনে উত্তর জেলায় ৮টি শৌচালয়

ধর্মনগর, ১৪ মে।। স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে উত্তর জেলার দশদা ব্লকে ১টি , লালজুরী ব্লকে ২টি, পানিসাগর ব্লকে ৩টি এবং কদমতলা ব্লকে ২টি কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে কদমতলা ব্লকের ২টি এবং পানিসাগর ব্লকের ১টি শৌচালয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টির নির্মাণ কাজ চলছে। প্রতিটি শৌচালয় নির্মাণে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এরজন্য মোট ব্যয় হবে ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। স্বচ্ছ ভারত মিশন উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদস্য সচিব এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কৃষি উন্নয়নে জম্পুইজলায় একশ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান

জম্পুইজলা, ১৪ মে।। জম্পুইজলা মহকুমায় কৃষি কার্যালয়ের উদ্যোগে ১০০ দিনের কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে। কর্মসূচী অনুযায়ী সয়েল হেলথ্ কার্ড স্কীমে ৭৫ জন কৃষকের জমির মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় খারিফ মরশুমে মহকুমার ৪০ জন কৃষকের জমি বীমার আওতায় আনা হয়েছে। কৃষি দপ্তর থেকে এই কর্মসূচীতে কৃষকদের ৫টি পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হবে। এছাড়া, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে ১০ মেট্রিকটন ধান বীজ। জম্পুইজলা মহকুমা কৃষি তত্বাবধায়ক এই তথ্য জানান।

ধর্মনগর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এস পি আই ও

আগরতলা, ১৪ মে।। তথ্য অধিকার আইন ২০০৫ অনুযায়ী ধর্মনগর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে মহকুমা শাসক ইঞ্জিনীয়ার রাজেশ কুমার দাসকে স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার(এস পি আই ও) হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ধর্মনগর মহকুমা শাসক কার্যালয়, উত্তর ত্রিপুরা জেলা। ফোন নম্বর - ০৩৮২২২৩৪২২২ ও ৯৪৩৬৫৪২২৩৫(মো:)। রাজস্ব দপ্তর থেকে সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

নেশামুক্ত সমাজ গঠনে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

আগরতলা, ১২ মে।। ত্রিপুরায় নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সন্ধ্যায় আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুবকদের নেশামুক্ত করা আমাদের সরকারের একটা বড় কাজ। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বোনরাও এই কাজটিকে তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে নেয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই কাজে সরকার তাদের সঙ্গে থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের প্রথম হলে আয়োজিত এই আলোচনাচক্রের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ডা: দিলীপ দাস, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরুণোদয় সাহা, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্না রাজযোগিনী বি কে শিবানী, উত্তর পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশ-এর দায়িত্ব প্রাপ্ত সিস্টার শিলা এবং মাউন্ট আবুর মেডিক্যাল উইংস-এর চেয়ারপার্সন ড. বারানসীলাল ভাই উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রসংশা করে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের বোনেদের সময়ের সঙ্গে কাজ করা, কাজের ব্যবস্থাপনা এবং উদ্দেশ্য আমাদের খুবই মুগ্ধ করে, তাদের সময়ানুবর্তিতার বিষয়টি খুবই উল্লেখ করার মতো। তিনি বলেন, আমাদের দেশের বোনেদের এত বড় প্রতিষ্ঠান এবং কাজের পরিধি অন্য কোথাও নেই। তিনি ত্রিপুরার সর্বত্র তাদের কাজ সম্প্রসারণের জন্য অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের একাগ্রতার জন্য মেডিটেশন করার গুরুত্ব অপরিসীম। এই কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বি কে শিবানী আলোচনাচক্রের মূল বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনায় বলেন, নিজের কাজ সম্পাদনের জন্য, নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং সমাজের জন্যই নিজেকে সুস্থ রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজন মস্তিস্কের এনার্জি বৃদ্ধি করা আর এই এনার্জির জন্যই মেডিটেশন করা প্রয়োজন। তিনি মাতা পিতাদের সন্তানদের নেশামুক্ত ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আদর ও ভালবাসা দিয়ে প্রতিপালন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রহ্মাকুমারী সবিতা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।

সামাজিক ভাতা ঃ দপ্তরের বক্তব্য

আগরতলা, ১২ মে।। গত কিছুদিন ধরে সরকারের সামাজিক ভাতা প্রদান সম্পর্কিত বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশিত করা হয়েছে তা সঠিক নয়। সরকার সামাজিক ভাতাকে টেম্পরারিলি সাসপেন্ড (Temporarily suspend) করার কোন সিদ্ধান্ত নেয় নি। এপ্রিল ২০১৮ ইং মাসের মোট ৪.১৯ লক্ষ ভাতা প্রাপকদের টাকা চলতি মাসের ১১ তারিখে পেমেন্ট ফাইল জারি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর সবার কাছে অনুরোধ রাখছে, এই ধরণের বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ যেন না প্রকাশিত করেন। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা আজ এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আগরতলায় তিনদিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

আগরতলা,১১ মে।। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মজয়ন্তী

উদযাপন উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্য ভিত্তিক তিনদিনব্যাপী শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আজ ছিলো সমাপ্তি দিন। সমাপ্তি দিনে অনুষ্ঠানের ভাবনা ছিলো প্রকৃতি পর্যায় ও স্বদেশ পর্যায়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে সমাপ্তি সন্ধ্যায় রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনার বিষয় ছিলো রবীন্দ্র জীবনে ত্রিপুরার রাজাদের প্রভাব। আলোচক ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরুণোদয় সাহা। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. সাহা মঞ্চে কবির মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

আলোচনাকালে শ্রী সাহা বলেন, ত্রিপুরার সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিলো। তিনি বলেন, ত্রিপুরার সাথে রবীন্দ্রনাথের যে আত্মিক সম্পর্ক ছিলো তা রক্তের সম্পর্কের চাইতেও বেশি। এই সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি প্রামাণ্য হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থটিকে একটি আকর গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থটি স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের বেশি করে পড়তেও তিনি আহ্বান জানান। ড. অরুণোদয় সাহা আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে ত্রিপুরার রাজাদের প্রভাব অপরিসীম। ভগ্ন হৃদয় কাব্যগ্রন্থে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য প্রথম কবির প্রতিভাকে আবিষ্কার করেছিলেন। এজন্য তাঁকে কবি হিসেবে সম্মানিত করেন। পরবর্তীকালে বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য কবিকে ভারত ভাস্কর উপাধিতে ভূষিত করেন। এর মধ্য দিয়েই কবির সাথে ত্রিপুরা ও মহারাজাদের চারটি প্রজন্মের সম্পর্ক বোঝা যায়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যের বর্ণময় অনুষ্ঠানে দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী মহাদেব ঘোষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন নিযুক্ত

আগরতলা,১১ মে।। রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর আজ এক মেমোরেন্ডাম জারি করে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করেছে। ব্লকগুলির মধ্যে দশদা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন হয়েছেন জিতেন্দ্র রিয়াং, লালজুরী ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সুধাংশু দেবনাথ, কুমারঘাট ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন তপনজয় রিয়াং, পেঁচারথল ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সজল চাকমা, আমবাসা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, গঙ্গানগর ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন জীবনজয় রিয়াং, ডুম্বুরনগর ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সালেমা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বিমল দেববর্মা, মনু ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল ও ছামনু ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন হয়েছেন বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। অন্যদিকে, কল্যাণপুর ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন হয়েছেন ইন্দ্রাণী দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন পদ্মা কুমারী রাঙ্খল, তুলাশিখর ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন প্রদীপ দেববর্মা, পদ্মবিল ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, লেফুঙ্গা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন রণবীর দেববর্মা, হেজামারা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সুনীল দেববর্মা, মান্দাই ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন ধীরেন্দ্র দেববর্মা ও বেলবাড়ি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন হয়েছেন গণেশ দেববর্মা। এছাড়া, চড়িলাম ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হয়েছেন রাজীব দেববর্মা, মোহনভোগ ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বাসল্য নোয়াতিয়া, কাঁঠালিয়া ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন তপন কুমার ত্রিপুরা, মাতাবাড়ি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, অম্পি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বিধায়ক সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া, কিল্লা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বকাফা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন গৌরীশঙ্কর রিয়াং, জোলাইবাড়ি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অঙ্গ্য মগ চৌধুরী এবং রূপাইছড়ি ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন হয়েছেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা।

তিনদিনের রাজর্ষি উৎসব শেষ হল

উদয়পুর, ১১ মে।। উদয়পুর পুরাতন রাজবাড়ী ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান ও রাজর্ষি উৎসব আজ শেষ হয়েছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন উৎসব কমিটির সভাপতি শীতল চন্দ্র মজুমদার, উৎসব কমিটির আহ্বায়ক তথা মহকুমা শাসক শুভাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, রাজর্ষি উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ঐক্য ও সম্প্রীতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে। রাজর্ষি উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন রাজর্ষি উৎসব কমিটির সভাপতি শীতল চন্দ্র মজুমদার, মহকুমা শাসক শুভাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতাবাড়ী ব্লকের বিডিও সৌরভ দাস প্রমুখ। রাজর্ষি উৎসব উপলক্ষ্যে ৫টি বিভাগে বসে আঁকো, বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধূলা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, সেমিনার, রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালা, শিশুদের কবি প্রণাম, রবীন্দ্র চিত্রকলা বিষয়ক কর্মশালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর প্রদর্শনী মন্ডপ সজ্জায় প্রথম হয়েছে-কৃষি দপ্তর, দ্বিতীয় হয়েছে-বন দপ্তর এবং তৃতীয় হয়েছে-ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন। অনুষ্ঠানের অতিথিগণ বিজয়ী দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

আম্বেদকর গ্রামীণ মেলার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ মে।। যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকর জীবিত থাকবেন। আজ হাঁপানীয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী আম্বেদকর গ্রামীণ মেলার উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের মতো বিদ্বান ব্যক্তিত্ব বা তার তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই কঠিন। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের অর্জিত অধিকার রক্ষা করার জন্য নিয়ম কানুন এবং প্রশাসনের রূপরেখা তৈরী করেছেন ড. বি আর আম্বেদকর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং মানসিকতার লোক রয়েছেন। তাই সংবিধান রচনা করা খুবই কঠিন ছিল। ড. বি আর আম্বেদকর যে কতটা বিদ্বান ব্যক্তি বা মহান ঋষি ছিলেন তা দেশের সংবিধান রচনার মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীতে বহু ঋষি জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু তার মধ্য থেকে ড. বি আর আম্বেদকর আমাদের কাছে ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের জীবনশৈলী, জীবনের রূপরেখা কি হবে সেটা ড. বি আর আম্বেদকর তৈরি করেছেন। আজ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এত মানুষ এ অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় ড. বি আর আম্বেদকরের আদর্শ সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিগত সরকার ২৫ বছর যাবৎ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন না করায় গরীব মানুষকে চিকিৎসার জন্য বহির্রাজ্যে যেতে হতো। গরীব মানুষেরা তাদের রেগার সাশ্রয়ের টাকা চিকিৎসার জন্য খরচ করত। কিন্তু বর্তমানে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর জি বি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিসেবার ক্ষেত্রে অনেকটা উন্নতি ঘটেছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে ত্রিপুরা রাজ্যের ৫ লাখ ২০ হাজার গরীব মানুষ এর সুফল লাভ করবে বলে তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকর যে পথ দেখিয়েছেন, সেই পথকে অনুসরণ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। গ্রাম স্বরাজের মাধ্যমে গ্রামের সার্বিকভাবে উন্নয়ন যদি না হয় বা স্বরাজ যদি না থাকে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতের প্রাণ গ্রামে বিরাজ করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিন দিনের এই মেলার মধ্য দিয়ে বাবা সাহেবের কর্ম জীবনের বিচারধারা প্রত্যেকটি গ্রামে এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাঁর কর্মক্ষমতার সামান্যতমও যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে যেকোন ব্যক্তি রাষ্ট্র ভক্ত নাগরিক হতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মাগান্ধী সহ রাষ্ট্র পুরুষরা সেই দিশাই দিয়ে গেছেন। রাষ্ট্র প্রেম জাগ্রত হওয়ার মাধ্যমেই গ্রাম স্বরাজ ব্যবস্থা চলে আসে এবং সেই দিশাতেই বর্তমান সরকার কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে হবে। সেই দিশাতেই রাজ্য সরকার কাজ করছে।

তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটনের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৫০ কোটি টাকা রাজ্যকে দেয়া হয়েছে। ফেনি নদীর উপর নির্মীয়মান ব্রীজ তৈরী হলে আগামী দিনে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিজনেস গেটওয়ে বা বিজনেস হাব হিসেবে গড়ে উঠবে। ২০১৯ সালের মার্চের মধ্যে এই ব্রীজ নির্মাণের কাজটি শেষ করার জন্য নির্মাণ সংস্থা এন এইচ ডি আই সি এল কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আই টি হাব তৈরি করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথাবার্তা চলছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে ত্রিপুরার উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য ৩০০ কোটি টাকা দিয়েছেন। আরও ৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা চলছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক ডা: দিলীপ কুমার দাস বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার সদস্য দিলীপ সরকার, মেলা কমিটির কনভেনার বাস্তুকার বিমল দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল এইচ ডার্লং। সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জীতেন্দ্র সরকার। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা। উল্লেখ্য তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী এই মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রদর্শনী ষ্টল এবং স্বসহায়ক দলগুলি সহ মোট ৪০টি স্টল খোলা হয়েছে।

সারা রাজ্যে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপিত

আগরতলা, ১০ মে।। রাজ্যের নানা প্রান্তে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়।

সাব্রুম ।। সাব্রুমে প্রভাতফেরী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ দিনটি উদযাপন কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর সাব্রুম টাউন হল প্রাঙ্গণে কবিগুরুর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিশিষ্ট কবি ডঃ রঞ্জিত দে ও দীপক দাস এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় সাব্রুম মেলার মাঠে বৈশাখী মেলার মঞ্চে এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়।

কুমারঘাট ।। কুমারঘাট ব্লকেও গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। ব্লকের মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় কাঞ্চনবাড়ী মাল্টি পারপাস হলে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এর সূচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সনৎ চন্দ্র দত্ত। সভাপতিত্ব করেন যদুলাল রায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অন্যদিকে, পেঁচারথল ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করা হয় পেঁচারথল টাউন হলে। কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এ উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি ।

করবুক ।। গতকাল করবুক মহকুমায় মহকুমা ভিত্তিক ও ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, করবুক মহকুমা প্রশাসন এবং যতনবাড়ী সাংস্কৃতিক চর্চা চেতনা মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠান যতনবাড়ী টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান শ্যামলাল রিয়াং। উদ্বোধক শ্যামলাল রিয়াং তার ভাষণে সুষ্ঠু সংস্কৃতি চর্চার বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হরিপদ আচার্য, উত্তম দেবনাথ, হলেন্দ্র রিয়াং প্রমুখ। মূল অনুষ্ঠান শেষে মহকুমার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় একক রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তি, সমবেত রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী কালাচান বণিক। এদিন সকালে এই উপলক্ষে যতনবাড়ী মোটরষ্ট্যান্ড থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নতুনবাজার হয়ে যতনবাড়ী সাংস্কৃতিক মুক্তমঞ্চে এসে শেষ হয়।

অন্যদিকে, করবুক ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী করবুক বি আর সি হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক কার্তিক দেববর্মা। এই উপলক্ষে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিলাছড়ি মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয় শিলাছড়ি ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী। অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ব্লক এলাকার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

গন্ডাছড়া।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং গন্ডাছড়া শিল্পী সংঘের যৌথ উদ্যোগে গতকাল গন্ডাছড়ায় মহকুমা এবং ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। দিনটি উদযাপন উপলক্ষে প্রভাত ফেরী, প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠান এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিকেলে দুর্গাবাড়ী নাটমন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি আলোচনা সহ বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। গতকাল সকালে গন্ডাছড়া ভিলেজ কমিটি অফিস প্রাঙ্গণে কবি প্রণাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে রবীন্দ্র মূর্তিতে মাল্যদান করেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আদিত্য সরকার, দেব শীল প্রমুখ। এছাড়া, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাবাড়ী নাটমন্দির প্রাঙ্গণে। মোট তিনটি বিভাগে দুই শতাধিক শিশু শিল্পী বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। বিকেলে মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী বিকাশ চাকমা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জওহর লাল দেববর্মা, বিশেষ অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট সমাজসেবী আদিত্য সরকার, রইস্যাবাড়ী পোটাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তৈছা মগ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন আদিত্য সরকার। উক্ত অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের শতাধিক শিল্পী রবীন্দ্র নৃত্য, সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

খোয়াই।। খোয়াই মহকুমায়ও গতকাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মজয়ন্তী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। খোয়াই কালচার‍্যাল সেলের শিল্পীদের প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মসূচীর সূচনা হয় এবং কবিগুরু পার্কে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় খোয়াই পুরাতন টাউন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী সুব্রত মজুমদার।তিনি তার আলোচনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন এস আই ও অজয় দে। এলাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা অনুষ্ঠানে সমবেত রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য ও একক সঙ্গীত আবৃত্তি পরিবেশন করেন। খোয়াই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয় এবং খোয়াই কালচার‍্যাল সেল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিশালগড়।। তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং বিশালগড় পুর পরিষদ ও আর্ট সোসাইটির সহযোগিতায় গতকাল বিশালগড় মহকুমায়ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। সকালে নারীমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে প্রভাত ফেরী শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এসে মিলিত হয়। সেখানে প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী নিতাই চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব স্বপ্না ঘোষ প্রমুখ। সকাল ৯টায় একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় শুভদীপ হলে অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী নিতাই চৌধুরী, সমাজসেবী অঞ্জন পুরকায়স্থ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব স্বপ্না ঘোষ এবং বিশালগড় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের আধিকারিক। অতিথিগণ রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। স্থানীয় এবং বিশালগড় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

এদিকে, দক্ষিণ চড়িলাম উচ্চ বিদ্যালয়েও গতকাল অনুষ্ঠিত হয় চড়িলাম ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জয়ন্তী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বি ডি ও বিষ্কি সাহা। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে। দিনটি পালনের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করেন চড়িলাম রবীন্দ্র নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সম্পাদক দীপক আচার্য, এলাকার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অমরচান দেবনাথ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ললিত দেবনাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর এলাকার ৫২ জন শিল্পী রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠিত হয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।

তেলিয়ামুড়া।। সারা রাজ্যের সাথে তেলিয়ামুড়া মহকুমায়ও গতকাল মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়, পুর পরিষদ ও রবীন্দ্র পরিষদের যৌথ উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। প্রভাতফেরীর মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। অম্পি চৌমুহনীস্থিত কবিগুরুর মর্মর মূর্তির পাদদেশে প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিধায়ক কল্যাণী রায়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক সৌমেন্দ্র চন্দ্র দাস সহ পুর পরিষদের সদস্যগণ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কবিগুরুর জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন বিধায়ক কল্যাণী রায় ও শিক্ষক সৌমেন্দ্র চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন জয়দেব গুহ। অন্যদিকে, কল্যাণপুর ব্লক সদরেও প্রভাতফেরী, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে এ দিনটি উদযাপিত হয়েছে।

পানিসাগর।। পানিসাগর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে গতকাল পানিসাগরেও পালিত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মজয়ন্তী। বিভিন্ন সংস্থার শিল্পী ও এলাকার সংস্কৃতিমনা মানুষের উপস্থিতিতে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পানিসাগর টাউন হল সংলগ্ন বিবেকানন্দ মুক্তমঞ্চে এসে মিলিত হয়। সকাল ৭টায় বিবেকানন্দ মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন পানিসাগর নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অরুন্ধতী দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন নীহারকান্তি দাস, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক মিলন কান্তি দত্ত সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন কবি মিলনকান্তি দত্ত। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

সন্ধ্যায় পানিসাগর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস, সমাজকর্মী ভবতোষ দাস, রিম্পি দাস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন নীহারকান্তি দাস। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন। মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ রবীন্দ্র সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

কৈলাসহর।। গতকাল সারা রাজ্যের সাথে কৈলাসহরেও যথাযোগ্য মর্যাদায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে। পুর পরিষদ এলাকার রবীন্দ্র অনুরাগীরা গানে, কবিতায় প্রভাত ফেরী নিয়ে স্থানীয় রবীন্দ্র কাননে এসে সমবেত হন। সেখানে পুর কাউন্সিলারগণ, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রবীন্দ্র মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক চেতনা মঞ্চের শিল্পীরা সমবেত রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কবিগুরুর জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন ডা: অয়ন রায়। সন্ধ্যায় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং কৈলাসহর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে কবি প্রণাম অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মহারাজ ত্যাগী বরানন্দজী। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, সমগ্র বিশ্বের আলোকে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই ছিলো রবীন্দ্রনাথের অবাধ বিচরণ। দীর্ঘক্ষণ তাঁকে নিয়ে আলোচনা করলেও তাঁর সবক্ষেত্র ছুঁয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ-অধিকর্তা দেবাশিস নাথ। উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের কাউন্সিলার নীতিশ দে। কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে দশটি সাংস্কৃতিক সংস্থা অংশ নিয়েছে।

অমরপুর।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল অমরপুর মহকুমায়ও রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়। সকালে রবীন্দ্র সংঘ ভি এস সেন্টারে আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। উপস্থিত ছিলেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন তরুণ চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক মনোরঞ্জন আচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সকালে প্রভাত ফেরীর মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। সন্ধ্যায় টাউন হল প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সকাল ৭টায় নেতাজী সাংস্কৃতিক মুক্তমঞ্চে অমরপুর ব্লক ভিত্তিক কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন তরুণ চক্রবর্তী। সকালে অম্পি ব্লক ভিত্তিক কবি প্রণাম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় অম্পিবাজারস্থিত হরি মন্দিরে। সকালে প্রভাত ফেরীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ধর্মনগর।। ধর্মনগর মহকুমায়ও গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। সকালে প্রভাতী ফেরীর মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর রবীন্দ্র মূর্ত্তির পাদদেশে আয়োজিত হয় প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য, ভাইস চেয়ারপার্সন মানিকলাল নাথ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হয় মূল অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট সমাজসেবী রসিক রঞ্জন গোস্বামী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার বিশিষ্ট শিল্পী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

আমবাসা।। নানা অনুষ্ঠানে গতকাল আমবাসা মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত মহকুমা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারম্যান চন্দন ভৌমিক। কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীদের দ্বারা এদিন প্রভাত ফেরী ও প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠিত হয়। অন্য অতিথিবর্গও রবিঠাকুরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিকালে আমবাসা ও কুলাই এর শিল্পীরা কুলাই টাউন হলে পরিবেশন করেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সোনামুড়া।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং মেলাঘর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে গতকাল মেলাঘরে সোনামুড়া মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। সকালে পুর পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও সংস্থায় কবি প্রণাম, এরপর পুর পরিষদ প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এরপর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় মেলাঘর টাউন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অভিজিৎ দাস এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপক চক্রবর্তী, নীহার রঞ্জন বিশ্বাস, গুরুপদ রায় প্রমুখ। এছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং নলছড় আর ডি ব্লকের যৌথ উদ্যোগে নলছড় ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয় দক্ষিণ নলছড় উচ্চ বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস। তিনি বলেন, রবি ঠাকুরের চিন্তা, চেতনা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তবেই তার জন্মদিন পালনের সার্থকতা আসবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, খোকন দাস এবং অজিৎ দেবনাথ। এ উপলক্ষ্যে স্থানীয় শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। মোহনভোগ আর ডি ব্লক এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মোহনভোগ ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় গরুরবান কমিউনিটি হলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী হরেকৃষ্ণ দাস এবং রঞ্জিৎ দাস। এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও সোনামুড়ার রবীন্দ্র চৌমুহনীতে ঐদিন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় কবি প্রণাম ও প্রভাতী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ধ্রুব লাল চৌধুরী।

কৈলাসহর।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বিবেকানন্দ কালচারেল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে গতকাল ডলুগাঁও কমিটি হলে চন্ডীপুর ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রঞ্জন সিংহ। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা দেবাশিস নাথ। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করেন।